বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

https://lawjusticediv.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.lawjusticediv.gov.bd

প্রকাশকাল
১২ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের মুখ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করা। প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ; মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার; নিবন্ধন অধিদপ্তর; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মূল কর্মকাণ্ডসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সমাপ্ত কার্যাবলি এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারের কর্মবন্টন বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি, অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া সরকার পক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপিল দায়ের এবং সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত আপিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত-সংক্রান্ত কার্যাবলি, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা এ বিভাগের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম স্বপ্ন ছিল দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে আইন ও বিচার বিভাগ দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার চালু রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিকে পরাহত করা হয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of impunity) হতে বের হয়েছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে বিচারক নিয়োগ প্রদান

করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমান আইনি সুযোগ লাভের সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্যের এটি একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি ।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৮-১০
২.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	১১
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	১২
৩.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	১২
৩.২	আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	১২
৩.৩	আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহ	১২
৪.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলি	১৩-১৪
৫.	আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ	
৫.১	প্রশাসন-১ অনুবিভাগের কার্যাবলি	
	(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	১৫
	(খ) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন	১৫
	(গ) অধস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত গঠন ও পদ সৃজন	১৫
	(ঘ) নিয়োগ ও পদোন্নতি	১৫
	(ঙ) ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম	১৬
	(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৬-১৭
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	
	(ছ) ছুটি ও অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর	১৭
	(জ) অভিযোগ ও তদন্ত	১৮
	(ঝ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	১৮-২১
৫.২	বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি	
	(ক) বাজেট প্রস্তুত ও ছাড়করণ	২২
	(খ) পদ সৃজন	২২
	(গ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	২২
৫.৩	প্রশাসন-২ অনুবিভাগের কার্যাবলি	
	(ক) বিচার শাখা-৫ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৩
	(খ) বিচার শাখা-৮ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৩-২৯
	(গ) বিচার শাখা-৬ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৯-৩০
	(ঘ) বিচার শাখা-৭ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৩০-৩২

৫.৪	মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলি	৩৩-৩৪
৫.৫	সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলি	৩৫-৩৮
৫.৬	সুশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি	
	(ক) আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন	৩৯
	(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৩৯
৫.৭	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বিচার বিভাগ	৪০-৪৩
৫.৮	আইসিটি সেল	৪৪
৬.	বাস্তবায়িত কর্মসূচির বিবরণ	৪৫
	আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জিত সাফল্য	
৭.	নিবন্ধন অধিদপ্তর	৪৭-৪৮
৮.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	৪৯-৫১
৯.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৫২-৫৩
১০.	মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার	৫৪
১১.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	৫৫-৫৭
১২.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	৫৮-৫৯
১৩.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	৬০-৬১
১৪.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়	৬২

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, বিদ্যমান জনবল, এ বিভাগের সংযুক্ত এবং অধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ অনুবিভাগ এর কার্যাবলি এবং এ বিভাগের আওতাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

2| MYcRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii Rules of Business, 1996 Gi Schedule-1 (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) এ আইন ও বিচার বিভাগ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হলোঃ (ক) দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা; (খ) বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ, পদ সৃজন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; (গ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র এবং অসচ্ছল বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান; (ঘ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচারিক সেবা সুনিশ্চিত করা; (ঙ) এ বিভাগের আইসিটি সেলের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতাধীন করা; (চ) মতামত অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি সংস্থা-কে আইনগত মতামত প্রদান এবং (ছ) সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার-পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি আইন-কর্মকর্তা নিয়োগ।

৩। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৬২টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং ১১টি অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজসহ ২৯২টি পদ; ২ জন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ৩০ জন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ২২ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৫৪ জন বিচারকসহ ২১৬টি পদ; ৫৩টি নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের ৫৩টি অফিস সহায়ক পদ; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের জন্য ২টি অফিস সহায়ক পদ; পটুয়াখালি জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলায় ১টি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তাছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজগণের কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য ২টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডইভুক্তকরণ করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে সহকারী জজ নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ স্থায়ী করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০০টি জন সহকারী জজ এর শূন্য পদে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ১৩শ বিজেএস এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

৫। আদালতের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন শেষে বিচারিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২টি জেলায় ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৪২টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা

রয়েছে। দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থান সংকুলান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয় প্রতিনিয়ত প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করছেন।

৬। বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন-এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এ অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৭। সলিসিটর অনুবিভাগ এ বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকার-পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৫,৯৮,১৯৭ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত সাতানব্বই) টি দলিল নিবন্ধন করা হয়েছে এবং ১২২৯২,৮৬,২৯,৭৭০ (বার হাজার দুইশত বিরানব্বই কোটি ছিয়াশি লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত সত্তর) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। দেশের জনগণের জমি নিবন্ধনে ভোগান্তি হ্রাসকল্পে দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ১১২টি জেলার জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

৯। The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গত ২৫.০৩.২০১০ খ্রিঃ তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২২.০৩.২০১২ খ্রিঃ তারিখে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ১৫.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক-কে চেয়ারম্যান এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ সোহরাওয়ারদী-কে সদস্য নিয়োগ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পুনর্গঠন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ৪১টি মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো জঘণ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১০। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলা জজকোর্টে অবস্থিত ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ০২ (দুই) টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্প লাইন কল সেন্টারের মাধ্যমে ১,০০,৭৯১ জন সুবিধাভোগী অসহায়, দুঃস্থ মানুষকে মামলায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬,৭৬৭ জন নারী ও ২২,৩০১

জন পুরুষ, ৪৯৬ জন শিশুসহ মোট ২৯,৫৮৪ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্তরূপ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আইনগত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

১১। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন ও বিচার বিভাগের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং বিভিন্ন স্তরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ, অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌঁসুলিদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্সসমূহের মাধ্যমে ৬৮৩ জন পুরুষ ও ১৬৯জন মহিলাসহ মোট ৮৫২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৯১ জন বিচারক, ৪০ জন পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌঁসুলিসহ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন।

১২। করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন ন্যুনতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-লক্ষ্যে দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও দিকনির্দেশনায় এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০' জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ভার্চুয়াল আদালত স্থাপনের মাধ্যমে বিচার বিভাগে এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে। গত ১১ মে ২০২০ তারিখ হতে ১০ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৮২টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০৭ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। যার ফলে করোনাকালে জেলখানায় বন্দী আসামীদের অতিরিক্ত চাপ এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।

১৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিচার বিভাগ তার গঠন ও কার্যাবলি যুগোপযোগী করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাবে।

২. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আমাদের মহান নেতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে গত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business / Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকা- ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ব্যয়ে সুবিচার প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জ¦ততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব হিসেবে জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার কর্মরত আছেন। এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২২৭ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৪৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ৫১ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৪২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৩৪ জন।

৩.৩ সংযুক্ত/অধীন অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসমূহের নাম

১. নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
২. সরকারি অছি ও সরকারি রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৪. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
৬. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৭. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
৮. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।
৯. রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আইন ও বিচার বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
১৪ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ:

Consultation with the Law and Justice Division.—(1) The Law and Justice Division shall be consulted:—
(i) on all legal questions arising out of any case;
(ii) on the interpretation of any law arising out of any proceedings;
(iii) before tendering advice on a mercy petition against an order of death sentence and pardon, reprieve, respite, remission, suspension or commutation of any sentence;
(iv) before involving the Government in a criminal or civil proceeding instituted in a Court of Law; and
(v) whenever criminal or civil proceedings are instituted against the Government.

(2) No Ministry shall consult the Attorney-General except through the Law and Justice Division and in accordance with the procedure laid down by that Division.

(3) If there is disagreement between the Attorney-General and the Law and Justice Division, the case shall be submitted to the Minister of Law, Justice and Parliamentary affairs for decision.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

- সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।*Av`vjZ I UvBeÿbvjmg‡ni RbÿWvmqvj ÷¨v¤ú, †KvU wd I ÷¨v¤ú wWDwU Av`vq|*
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত সকল আইন সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।

- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদান, আইনজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার-পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপিল দায়ের/দায়েরকৃত আপিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানি মামলার সমন ও ডিক্রি জারি, ভরণপোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশি নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকা- সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

৫.১ প্রশাসন-১ অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-১ অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখা ও পরিকল্পনা অধিশাখা রয়েছে। প্রশাসন-১ অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-১, বিচার শাখা-৩ ও বিচার শাখা-৪ নামে ৩ টি শাখা রয়েছে।

(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ

এ বিভাগের বিচার শাখা-৪ হতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ, ছুটি মঞ্জুর, পেনশন আনুতোষিক ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপিল বিভাগের বিচারক বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী-কে বাংলাদেশ প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ও হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ
1	--	---	৪ (চার) জন	আপিল wefvM
	--	--	৯ (নয়) জন অতিরিক্ত বিচারক	হাইকোর্ট বিভাগ

(খ) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন :

(ক) Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Ordinance, 2021 প্রণয়ন।

(খ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন (২০২১ সনের ৩০ নং) আইন প্রণয়ন।

(গ) অধস্তন আদালত গঠন ও পদ সৃজন

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৬২টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং ১১টি অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজসহ ২৯২টি পদ; ২ জন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ৩০ জন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ২২ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৫৪ জন বিচারকসহ ২১৬টি পদ; ৫৩টি নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের ৫৩টি অফিস সহায়ক পদ; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের জন্য ২টি অফিস সহায়ক পদ; পটুয়াখালি জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলায় ১টি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তাছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজগণের কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য ২টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডইভুক্তকরণ করা হয়েছে।

(ঘ) নিয়োগ ও পদোন্নতি:

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১০০ জন সহকারী জজকে চুড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, অধস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্যে হতে নিম্নে উল্লিখিত মতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকগণকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়:

ক্রমিক	পদোন্নতিকৃত পদ	সংখ্যা
১	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের পদ	৯২ জন
২	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ	৬৫ জন
৩	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ	৩ জন
৪	জেলা ও দায়রা জজ	২২ জন
	সর্বমোট=	১৮২ জন

(ঙ) ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন নূন্যতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগী ছিলেন। দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও দিকনির্দেশনায় এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০' জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ১১ মে ২০২০ তারিখ হতে ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ৩ লক্ষ ২২৮টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,৫১,১৪৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। গত ৩১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে ১০ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ১৪,২৫৪ টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৭ হাজার ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকার বিচারকর্মে নিয়োজিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল বিচারককে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল পর্যায়ের বিচারকদের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া 'অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যলয়ের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বিচারকগণকে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করা হয়েছে।

(১) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের বিচার শাখা-১ ও বিচার শাখা-৩ থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

œ¢jL	f[illegible]rZ¡ib£	f[illegible]rZ	pwMÉ¡
1	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	১২৬তম, ১২৭তম, ১২৮তম ও ১৩০তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কোর্স	৯৮ জন
2	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৪১তম-৪৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে	২৪৮ জন
3	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৭৭তম মিলিটারি ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ	৩১ জন
৪	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	জাইকা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৯০ জন
৫		বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও The International Centre of the ILO (ITCILO) এর যৌথ উদ্যোগে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১৩৯ জন
৬		বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেম ফর চাইল্ড প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প কর্তৃক শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে	৬৯ জন

(২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা
1	বিভিন্ন পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা	ভাতরতের ভুপালে ন্যাশনাল জুডিষিয়াল একাডেমি কর্তৃক	৩০ জন
2	বিভিন্ন পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা	অন্যান্য প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৮ জন

(ছ) ছুটি মঞ্জুর

২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নেবর্ণিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও এ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মচর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটিও এ বিভাগ হতে মঞ্জুর করা হয়। এ অর্থবছরে মঞ্জুরকৃত ছুটির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	ছুটির বিবরণ	সংখ্যা
১	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের অবকাশ ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৬৩০ জন
২	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৬২৩
৩	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	২১৬
৪	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের শিক্ষা ছুটি/প্রেশন মঞ্জুর মঞ্জুর	১
৫	মাতৃকালীন ছুটি	৬৩
৬	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	১১৮
৭	আদালত অবকাশকালীন সময়ে বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান	৫৬
৮	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর	২৩
৯	এ বিভাগে কর্মকর্তা/কর্মচারী বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	২
১০	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস/আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মকর্তাদের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	৫৭

(জ) অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর

২০২১-২১ অর্থবছরে ১৭২ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাসপোর্ট গ্রহণ/নবায়নে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জমি/গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত ২০টি আবেদন মঞ্জুর করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার আবেদন/বই প্রকাশ/বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতা, পরীক্ষার খাতা মুল্যায়নের অনুমিত প্রদান করা হয় ৬টি। বিভিন্ন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে কর্মকর্তা হিসেবে ১৫১৭ জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়। দেওয়ানি আদালত অবকাশকালীন সময়ে ৬৯ জনে ভ্যাকেশন জজ নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৬৩০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অবকাশ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।

তাছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৯২ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে। ১১০ জন সহকারী জজগণের প্রথম শ্রেণির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

(ঝ) অভিযোগ ও তদন্ত

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচার বিভাগ-কে দুর্নীতি মুক্ত এবং জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ দ্রুত ও সঠিকভাবে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

œ²¢jL ew	গৃহীত	ব্যবস্থা
1z	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	৪টি
2z	অভিযোগ নিষ্পত্তি	২০টি
3z	অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যাখা তলব	১৪টি

আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ:

আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে পরিকল্পনা অধিশাখা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও ব্যয়	বিবরণ	সাফল্যের/অগ্রগতির হার
১	“বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে নির্মাণ (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত” প্রকল্প। *cKí e¨q t* ২২৬০৩৪.২৬ লক্ষ টাকা। *cKí †gqv` Kvj t ‡de«qvix, 2009 n‡Z Ry, 2023|*	এ প্রকল্পে ৪১ টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মিত হবে এবং ২২ টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩টি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে বিচারিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য উদ্বোধন করা হয়েছে। এ নিয়ে সর্বমোট ৩৪ জেলায় বিচারিক কাজের জন্য ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। ২১টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	**সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%**

২	''দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) '' শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৩৬৫৯৯.৯৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	এ প্রকল্পরে আওতায় ১২টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন, ৬৫টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, ৫টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন এবং এবং ৪৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ১২টি অফিস ভবনের মধ্যে ৬টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও ৩টির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং ৬৫টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনের মধ্যে ৩৬টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও ১৪টির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%
৩	'অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (সংশোধিত)' প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৭০৫৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	সুষ্ঠু, দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে বিচার কার্য এবং বিচার ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে লক্ষ্য করে অধ:স্তন আদালতের বিচারকগনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে ৫৪০ জন বিচারককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য অষ্টোলিয়ায় ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৩৮৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৬৫%
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুসঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় : ১৩৮০৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।	এ প্রকল্পের আওতায় সুপ্রীম কোর্টের জন্য নতুন ১২ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিগত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। ভবনটির নাম করণ করা হয়েছে 'বিজয়-৭১'। 'বিজয়-৭১' ভবনে ৩২টি এজলাস এবং মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য ৫৬টি চেম্বারের সংস্থান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী-বিও, এবিও, পিও এবং অন্যান্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস কক্ষের সংস্থান করা হয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ১০০%

৫	"বাংলাদশে বার কাউনন্সিল ভবনের র্বতমান জায়গায় ১৫ তলা ভবন নির্মাণ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ১৩১০৮.২৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	প্রকল্পরে আওতায় বাংলাদশে বার কাউন্সলি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের আইনজীবিগণের লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকারী হিসেবে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান করা। আইনজীবিগণের বিচারের জন্য গঠিত পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য দাপ্তরিক স্থান সংস্থান করণ। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইজীবি এবং বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ। আগামী জুন ২০২৩ তারখিরে মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্নের লক্ষ্যমাত্রা রযেছে।।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%
৬	"স্ট্রন্দেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেমে ফর চাইল্ড প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৯০৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ র্পযন্ত।	শিশু আইন ২০১৩ সংশোধন করার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠিত ১৬টি শিশু আদালতকে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু আইন, ২০১৩-এর আদলে চালুকরণ। অধ:স্থন আদালতের বিচারক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টদের শিশু আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি এবং এতদ্বিষয়ে আইনগত সহায়তার ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি। শিশু আইন, ২০১৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদক্রান্ত কারিকুলাম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। শিশু আইন, ২০১৩-এর প্রয়োগ বিষয়ে মনিটরিং-এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচারিক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং প্রবেশন অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় ও রিপোর্ট প্রদানের কৌশল প্রতিষ্ঠা। ইতোমধ্যে ১১টি প্রশক্ষিণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশক্ষিণের মাধ্যমে বিচারক, আইনজীবী, প্রবেশন র্কমর্কতা, পুলশি র্কমর্কতা শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে প্রশক্ষিণ গ্রহণ করছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ২৫%
৭	"ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সংশোধিত)'' প্রকল্প।	(১) দলিল রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বা ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি প্রচলনের উপযোগিতা যাচাই; (২) ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়ারের প্রকৃতি যাচাই; (৩) ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের জন্য	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ১০০%

	প্রকল্প ব্যয়: ১৬০.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের মেয়াদকাল: নভেম্বর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	সফটওয়ার ব্যবহারের জন্য হার্ডওয়ারের প্রকৃতি যাচাই ও পরিমাণ নির্ধারণ; (৪) হাতে লিখা এলটি নোটিশ এর পরিবর্তে ই-এলটি নোটিশ জারীর পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন; (৫) হাতে লিখা বালাম বা ভলিউম এর পরিবর্তে ডিজিটাল বালাম এর প্রচলনের সাম্ভাব্যতা যাচাই; (৬) ডিজিটাল সূচীকরণ বা ই-ইনডেক্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করণ; (৭) বিদ্যমান ম্যানুয়াল দলিলসমূহ ডিজিটাইজ করার সাম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ। (৮) পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন; (৯) পরীক্ষামূলক সফটওয়ারের মাধ্যমে এলটি নোটিশ (ই-এলটি নোটিশ) জারিকরণ; (১০) ডিজিটাল সূচীকরণ বা ই-ইনডেক্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করণ; (১১) পরীক্ষামূলক সফটওয়ারের ভিত্তিতে মূল সফটওয়ারের প্রকৃতি নির্ধারণ; (১২) সারা বাংলাদেশে ই-রেজিস্ট্রেশন চালু করণে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামোর (সফটওয়ার এবং হার্ডওয়ারসহ) প্রক্ষেপন করণ; (১৩) সারাদেশে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন করণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরিচালন; (১৪) সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।	

৫.২ বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি

বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে বাজেট অধিশাখা এবং উন্নয়ন অধিশাখা রয়েছে। বাজেট অধিশাখার অধীনে বাজেট- ১ ও বাজেট-২ নামে ২টি শাখা রয়েছে। উন্নয়ন অধিশাখার অধীনে উন্নয়ন শাখা রয়েছে।

(ক) বাজেট প্রস্তুত ও ছাড়করণ

বাজেট অধিশাখার মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত অর্থবছরের বাজেট ছাড়করণ করা হয়েছে।

(খ) পদ সৃজন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২২ সালে সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা
1.	২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ১৮১৪,৭৬,০০, ০০০/- (এক হাজার আটশত চৌদ্দ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ) টাকার বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ১৮১৪,৭৬,০০০/- (এক হাজার আটশত চৌদ্দ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ) টাকার মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ১৪৬৫,৩৭,০০,০০০/- (এক হাজার চারশত পঁয়ষট্টি কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৪৯,৩৯,০০,০০০/- (তিনশত উনপঞ্চাশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) টাকা।	*m¤úb n‡q‡Q*
2.	২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনালে নতুন ৩০টি কার এবং ১৮টি মাইক্রোবাস সরবরাহ করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
3.	গাজীপুর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীর ৫টি আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেমিপাকা ভবন তৈরী বাবদ ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	
4.	ঢাকা জেলার জজশীপের দক্ষিণ পার্শ্বের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এর টিনসেড ভবনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ও মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের জন্য ৩টি বিচারকের খস কামরা তৈরী করার জন্য সর্বমোট ৮০,০০,০০০/- (আশি লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে।	*m¤úb n‡q‡Q*
5.	২০টি জেলা জজ আদালত এবং ২২টি জেলা রেজিস্ট্রি/সাবরেজিস্ট্রি অফিসে বিভিন্ন নির্মাণ/মেরামত/বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ৬.০০ কোটি (ছয় কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান্ করা হয়েছে।	
6.	দেশের ৬৪টি জেলা আইনজীবী সমিতিকে ভবন নির্মাণের সহায়তা হিসেবে বিশেষ অনুদান বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা এবং বই পুস্তক ক্রয় বাবদ বই পুস্তক মঞ্জুরি খাতে ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	*m¤úb n‡q‡Q*
7.	গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৬টি পদ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮৩ টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।	*m¤úb n‡q‡Q*

৫.৩ প্রশাসন-২ অনুবিভাগের কার্যাবলি:

আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-২ অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-২ অধিশাখা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা রয়েছে।

প্রশাসন-২ অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-৫ ও বিচার শাখা-৮ নামে ২টি শাখা রয়েছে।

বিচার শাখা-৫ এর গৃহীত কার্যক্রম

১। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ আধুনিকীকরণ : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের সদয় দিকনির্দেশনা মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আধুনিকায়নকৃত সভাক্ষটি উদ্বোধন করেছেন।

২। আইন ও বিচার বিভাগের অডিট নিষ্পত্তি : আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অডিট নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিচার শাখা-৮ এর গৃহীত কার্যক্রম

বিচার শাখা-৮ এ বিভাগের প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি শাখা। এ শাখা আইন ও বিচার বিভাগের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয় সাধন করে। বিচার শাখা-৮ এর প্রধান কাজ হলো জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং সচিব কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ শাখা যোগাযোগ রক্ষা করে এবং চাহিত মতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান ও প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, অধীন প্রতিষ্ঠান, সংস্থার নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান, প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে এ শাখা থেকে। বিচার শাখা-৮ এর সিনিয়র সহকারী সচিব আইন ও বিচার বিভাগের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। কাউন্সিল অফিসার হিসেবে এ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব জাতীয় সংসদের সাথে সমন্বয় সাধন করে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিচার শাখা-৮ এ সম্পাদিত কাজের তথ্য প্রদান করা হলো:

(ক) প্রশ্নোত্তর প্রেরণ

একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৫টি প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে । এছাড়া, একাদশ জাতীয় সংদের চতুর্দশ অধিবেশন থেকে সপ্তদশ অধিবেশন পর্যন্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য মোট ৮৪টি প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণ

একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৬তম-২২তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ বিভাগের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে । তাছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১ নং সাব-কমিটি ৫ম এবং ২নং সাব-কমিটির ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বৈঠকের আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ বিভাগের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে

(গ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৩৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

(ঘ) রাষ্ট্রপতির ভাষনের তথ্য প্রেরণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২২ সালের প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রণয়নকৃত ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য আইন ও বিচার বিভাগের (বাংলা ও ইংরেজি) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যায়ন পত্র প্রেরণ

৩০ জুন ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ের মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতিসমূহের নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(চ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(ছ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তথ্য প্রেরণ

gwšcwil` wefvM KZK.Rules of Business,1996 Gi Rule 25(3) Aek¡u£ j¿Z¡mu/ ¢h i ¡Nmg‡ni ewlK Kvhvewj m¤úwKZ cwZ‡e`b c¯‡Zi Rb¨ AvBb I wePvi wefv‡Mi ২০২১-২০২২ (01 Sm¡C 202১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ fk¿) Abeছরের i m¤úw`Z h¡¢oL Kvhvewj m¤úwKZ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ।

(জ) **নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ**

নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮-এ ঘোষিত বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতির তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ছে।

(ঝ) **নামের তালিকা প্রেরণ**

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থায় কর্মরত উপসচিব/তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে/ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঞ) **ওয়ার্কশপ/সেমিনারে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান**

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ /সদস্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে ।

(ট) **টেলিফোন সংযোগ**

৪ জন কর্মকর্তাকে নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে; ৩ জন কর্মকর্তার টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে, ২ জন কর্মকর্তার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঠ) **কমিটি গঠন**

এপিএ, এসডিজি, নৈতিকতা কমিটি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি cbMVb করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রতিবেদন প্রেরণ

১। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২০ এ প্রস্তাবিত বিষয়ে ২০১৬-২০১৯ পর্যন্ত সময়ে আইন ও বিচার বিভাগের ১৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। এ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থার মাসিক প্রতিবেদন এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এবং এসডিজি'র অগ্রগতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন

২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১৭২ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউজ cÖkÿY প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিম্নোক্ত মতে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) উপসচিব পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে ৪০ জনঘন্টা করে সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

ক্র: ন:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
1.	দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক	০১-০৬-২০২২	2
2.	আইন ও বিচার বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	০১-০৬-২০২২	2
3.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও বিচার বিভাগ	০২-০৬-২০২২	2
4.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	০২-০৬-২০২২	2
5.	দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন	০৫-০৬-২০২২	2
6.	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	০৫-০৬-২০২২	2
7.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭	০৬-০৬-২০২২	2
8.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখন	০৬-০৬-২০২২	2
9.	লিডারশিপ ডেভলপাপমেন্ট	০৭-০৬-২০২২	2
10.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	০৭-০৬-২০২২	2
11.	ই-গভর্ন্যান্স	০৮-০৬-২০২২	2
12.	তথ্য অধিকার	০৮-০৬-২০২২	2
13.	পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	০৯-০৬-২০২২	2
14.	নিয়োগ ও পদোন্নতি	০৯-০৬-২০২২	2
15.	রুলস অব বিজনেস এবং এ্যালোকেশন অব বিজনেস	১২-০৬-২০২২	2
16.	সচিবালয় নির্দেশমালা	১২-০৬-২০২২	2
17.	বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা	১৩-০৬-২০২২	2
18.	প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিকল্পনা	১৩-০৬-২০২২	2
19.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট	১৪-০৬-২০২২	2
20.	টেকসিই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১৪-০৬-২০২২	2
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	40

(M) ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের তালিকা:

ক্র: ন:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
1.	বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা	১৪-03-202২	2
2.	দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক	১৪-03-202২	2
3.	নিয়োগ ও পদোন্নতি	১৫-03-202২	2
4.	সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	১৫-03-202২	2
5.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	1৬-03-202২	2
6.	সচিবালয় নির্দেশমালা	1৬-03-202২	2
7.	দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন	২০-03-202২	2
8.	আধনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	২০-03-202২	2
9.	নারী ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা	২১-03-202২	2
10.	অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা	২১-03-202২	2
11.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭	২২-03-202২	2
12.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	২২-03-202২	2
13.	রুলস অব বিজনেস এবং এ্যালোকেশন অব বিজনেস	২৩-03-202২	2
14.	তথ্য অধিকার	২৩-03-202২	2
15.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	২৪-03-202২	2
16.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখন	২৪-03-202২	2
17.	আইন ও বিচার বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	2৭-0৩-202২	2
18.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার	2৭-0৩-202২	2
19.	প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিকল্পনা	2৮-0৩-202২	2
20.	দাপ্তরিক কাজে শিষ্ঠাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	2৮-0৩-202২	2
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৪০

(N) ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১০ম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের Q¡L¢l J pn¡pe pwœ²¡¿ প্রশিক্ষণের ¢hh¡Z£:

ক্র: ন:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
1.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	১৩-১২-২০২১	২
2.	দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক	১৩-১২-২০২১	২
3.	স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা	১৪-১২-২০২১	২
4.	সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	১৪-১২-২০২১	২
5.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	১৫-১২-২০২১	২
6.	আবাসন নীতিমালা	১৫-১২-২০২১	২
7.	হিসাব ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক ক্রয়	১৯-১২-২০২১	২
8.	এপিএ, এসডিজি ও অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৯-১২-২০২১	২
9.	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	২০-১২-২০২১	২
10.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও কর্মচারিদের করণীয়	২০-১২-২০২১	২
11.	দাপ্তরিক কাজে আইসিটি	২১-১২-২০২১	২
12.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮	২১-১২-২০২১	২
13.	ই-ফাইলিং ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা	২২-১২-২০২১	২
14.	দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন	২২-১২-২০২১	২
15.	বাংলা ভাষার শূদ্ধ প্রয়োগ ও বানান রীতি	২৩-১২-২০২১	২
16.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	১৩-১২-২০২১	২

17.	দাপ্তরিক পত্র লিখন ও প্রেরণ	১৩-১২-২০২১	২
18.	সরকারি কর্মচারিদের (নিয়মিত উপস্থিতি), বিধিমালা, ২০১৯	১৩-১২-২০২১	২
19.	পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ	১৩-১২-২০২১	২
20.	সরকারি কর্মচারিদের জন্য কল্যাণমূলক স্কিম	১৩-১২-২০২১	২
21.	ছুটি বিধি	১৩-১২-২০২১	২
22.	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	১৩-১২-২০২১	২
23.	অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপত্যা		২
24.	টেলিফোন নীতিমালা এবং টেলিফোন ব্যবহার	০৪-০২-২০২১	২
25.	বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল প্রস্তুতকরণ	০৭-০২-২০২১	২
26.	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং দাপ্তরিক নিরাপত্তা	০৭-০২-২০২১	২
27.	প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিকল্পনা	০৮-০২-২০২১	২
28.	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন	০৮-০২-২০২১	২
29.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখন	০৯-০২-২০২১	২
30.	নারী ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা	০৯-০২-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

(0) ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের (১১-১৯) তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের Q¡L¢l J pn¡pe pwœ²¡¿ প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: ন:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
1.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	১১-১০-২০২১	২
2.	দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক	১১-১০-২০২১	২
3.	সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	১২-১০-২০২১	২
4.	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন	১২-১০-২০২১	২
5.	নথি খোলা, সূচিকরণ, চলাচল, শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ	১৩-১০-২০২১	২
6.	এপিএ, এসডিজি ও অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৩-১০-২০২১	২
7.	স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা	১৪-১০-২০২১	২
8.	সিটিজেন চার্টার ও কর্মচারীদের করণীয়	১৪-১০-২০২১	২
9.	দাপ্তরিক ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা	১৭-১০-২০২১	২
10.	দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন	১৭-১০-২০২১	২
11.	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	১৮-১০-২০২১	২
12.	সরকারি কর্মচারিদের (নিয়মিত উপস্থিতি), বিধিমালা, ২০১৯	১৮-১০-২০২১	২
13.	দাপ্তরিক কাজে আইসিটি	১৯-১০-২০২১	২
14.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮	১৯-১০-২০২১	২
15.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	২১-১০-২০২১	২
16.	দাপ্তরিক পত্র: রকমের, লিখন রীতি ও প্রেরণ	২১-১০-২০২১	২
17.	ছুটি বিধি	২৪-১০-২০২১	২
18.	আবাসন নীতিমালা	২৪-১০-২০২১	২
19.	নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন	২৫-১০-২০২১	২
20.	পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ	২৫-১০-২০২১	২
21.	সরকারি কর্মচারিদের জন্য কল্যাণমূলক স্কিম	২৬-১০-২০২১	২
22.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	২৬-১০-২০২১	২
23.	ই-ফাইলিং ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা	২৭-১০-২০২১	২
24.	নারী ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা	২৭-১০-২০২১	২
25.	বাংলা ভাষার শূদ্ধ প্রয়োগ ও বানান রীতি	২৮-১০-২০২১	২
26.	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং দাপ্তরিক নিরাপত্তা	২৮-১০-২০২১	২

27.	টেলিফোন নীতিমালা এবং টেলিফোন ব্যবহার	৩১-১০-২০২১	২
28.	বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল প্রস্তুতকরণ	৩১-১০-২০২১	২
29.	গার্ডফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা	০১-১১-২০২১	২
30.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখণ	০১-১১-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

(P) ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ২০তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের Q¡L¢l J pn¡pe pwœ²¡¿ প্রশিক্ষণের তালিকা:

ক্র: ন:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ ঘণ্টা
1.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে	২০-০৯-২০২১	২
2.	নৈতিকতা ও সেবাপরায়ণতা	২০-০৯-২০২১	২
3.	অফিসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অফিস	২১-০৯-২০২১	২
4.	অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা	২১-০৯-২০২১	২
5.	কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা	২২-০৯-২০২১	২
6.	এপিএ ও শুদ্ধাচার কর্মপরিল্পনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২২-০৯-২০২১	২
7.	টেলিফোন ব্যবহারে সৌজন্য সম্পর্কে আলোচনা	২৩-০৯-২০২১	২
8.	উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও অফিসে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরন সম্পর্কে আলোচনা	২৩-০৯-২০২১	২
9.	নথি চলাচল সম্পর্কে আলোচনা	২৬-০৯-২০২১	২
10.	সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯	২৬-০৯-২০২১	২
11.	অফিসে কর্মকতা ও অতিথি আপ্যায়নে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা	২৭-০৯-২০২১	২
12.	সিটিজেন চার্টার ও কর্মচারীদের করণীয়	২৭-০৯-২০২১	২
13.	অফিস প্রযুক্তির ব্যবহার	২৮-০৯-২০২১	২
14.	সরকারি কর্মচারীদের (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮	২৮-০৯-২০২১	২
15.	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার	২৯-০৯-২০২১	২
16.	অফিস সহায়কদের দায়িত্ব অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা	২০-০৯-২০২১	২
17.	অফিস সময় ও নিয়মিত উপস্থিতি	৩০-০৯-২০২১	২
18.	কর্মচারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা	৩০-০৯-২০২১	২
19.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	০৩-১০-২০২১	২
20.	কোভিড-১০ মোকাবেলায় সর্তকতা	০৩-১০-২০২১	২
21.	অফিস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা	০৪-১০-২০২১	২
22.	কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা	০৪-১০-২০২১	২
23.	ই-মেইল অগ্রসর ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা	০৫১০-২০২১	২
24.	নথি গ্রহণ ও প্রেরণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	০৫-১০-২০২১	২
25.	দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা	০৬-১০-২০২১	২
26.	কর্মচারীদের পোষাক পরিচ্ছেদ বিষয়ক দিক নির্দেশনা	০৬-১০-২০২১	২
27.	ছুটি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা	০৭-১০-২০২১	২
28.	কম্পিউটার খোলা, বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা	০৭-১০-২০২১	২
29.	সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা	১০-১০-২০২১	২
30.	পত্র গ্রহণ, পত্র জারি সম্পর্কে আলোচনা	১০-১০-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ:

আইন ও বিচার বিভাগের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বান্দরবান টিটিসিতে এবং ২১ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে খুলনায় আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্রে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষেণ প্রদান করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার কাজ:

রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-৬ ও বিচার শাখা-৭ নামে ২টি শাখা রয়েছে।

বিচার শাখা-৬ এর গৃহীত কার্যক্রম

(ক) নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজের বিবরণ

নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলি আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৬ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নিবন্ধন সংক্রান্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

নিবন্ধন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত পত্র সংখ্যা ৫০০টি, যার মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে ৪৬০টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৪০টি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	নিবন্ধন সম্পর্কিত হতে সম্পাদিত কাজের বিবরণী	২০২১-২২ সালের নিষ্পন্ন কাজ
1z	নবনিয়োগ	(ক) সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশকৃত ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উর্ত্তীণ (নন ক্যাডার) ৩১ (একত্রিশ) জন প্রার্থীকে সাব রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। (খ) ৪০তম বিসিএস হতে আরও ৫১ টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ৫১ জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে প্রেরণের জন্য কর্মকমিশনে চাহিদা পত্র প্রেরিত হয়েছে।
২z	সাব-রেজিস্ট্রার/জেলা রেজিস্ট্রার পদে বদলি	১৩০ জন সাব-রেজিস্ট্রার ও ২ জন জেলা রেজিস্ট্রার এর বদলীর আদেশ জারি করা হয়েছে।
৩ z	পদোন্নতি	সাব-রেজিস্ট্রার হতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে ০৪ জন, জেলা রেজিস্ট্রার হতে আইআরও পদে ০৪ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ২ জন আই.আর.ও কে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নিবন্ধন অধিদপ্তরে এআইজিআর করা হয়েছে।
৪।	আনীত অভিযোগের তদন্ত, বিভাগীয় মামলা, ও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) ২ জেলা রেজিস্ট্রার ও ৩জন সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। (খ) রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের ৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিসয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
৫।	মুক্তিযোদ্ধা/মুজিবনগর কর্মচারীদের চাকুরির বয়স ১ বছর বৃদ্ধি	১৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বয়স ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬।	রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল/আনুতোষিক	১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভবিষ্যৎ তহবিল ও আনুতোষিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

	মঞ্জুরি	
৭।	বিভিন্ন সরকারি অফিস/সংস্থা/কপোরেশন/ পাওয়ার প্লান্ট/সোলার প্লান্টের লীজ দলিলের ফি মওকুফ	মোট ২টি অফিসের লীজ দলিলের ফিস মওকুফ সংক্রান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
৮।	চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান	মোট ১ জন সাব-রেজিস্ট্রারের অন্যত্র চাকরি হওয়ায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	পেনশন, পি,আর, এল ,ভবিষ্য তহবিল ও অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি সংক্রান্ত	(ক) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রারদের পিআরএল সংক্রান্ত ৭টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে; (খ) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত ০৬টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে; (গ) ৪৫ জন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। (ঘ) ১৪ জন কর্মকর্তার শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
1oz	অডিট আপত্তি	৬৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ব্রডসিটের জবাব প্রদান করা হয়েছে।
1১z	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন	জেলা রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট জেলার অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলির অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

(খ) নোটারি পাবলিক সংক্রান্ত কার্যাবলি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব *(রেজিস্ট্রেশন)* নতুনভাবে নোটারী পাবলিক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। নিম্নে নোটারী সংক্রান্ত ক¡k¡h¡j উল্লেখ করা হলো ঃ

(খ) সারা বাংলাদেশে মোট নোটারীর পাবলিকের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে মোট ৭০ জন নোটারী পাবলিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, ৮৫টি নোটারী লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ।

(গ) প্রায় ১, ৫০,০০০ টি নোটারাইজড ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

বিচার শাখা-৭ এর গৃহীত কার্যক্রম

(ক) বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৭ কর্তৃক নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	গৃহীত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন
১	নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ	৭৮ জন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে।

২	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ	১ জন হিন্দু বিবাহ নিন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে।
৩	লাইসেন্স বাতিল	বাল্য বিবাহসহ নানাবিধ অভিযোগের কারণে সারাদেশে ২ জন মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
4z	প্যানেল আহ্বান	৬৭টি অধিক্ষেত্রে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য প্যানেল আহ্বান করা হয়েছে।
5z	অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান	১১ নিকাহ রেজিস্ট্রারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
6z	অধিক্ষেত্র সৃজন	সারাদেশে নতুন ৬টি অধিক্ষেত্র সৃজন করা হয়েছে।
7z	কারণ দর্শানো	বিভিন্ন অভিযোগে ৯ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
8z	তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ	বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২২টি তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
9z	মোকদ্দামায় প্রতিদ্বন্দিতা	সরকার পক্ষে ২৫টি রিট পিটিশনে করা হয়েছে।
10z	কনটেম্পট এর জবাব	সরকার পক্ষে ১টি কনটেম্পট এর জবাব দেয়া হয়েছে।
11z	সত্যায়ন	বিদেশগামীদের চাহিদা অনুযায়ী মোট ২৮,০০০টি নোটারিয়ান ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

(খ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

০১। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিবাহ নিবন্ধনের পূর্বে বর ও কনের প্রকৃত বয়স যাচাই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১২ এর ২৩ (ক) এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন নীতিমালা, ২০১৩ এর ১৯ (১১) বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধনকে বর কনের বয়সের প্রমাণিক সার্টিফিকেট যাচাই করে বিবাহ নিবন্ধন সম্পন্ন করতে *১৬১০০# শর্টকোড ডায়াল করে এসএসসি, এইচএসসি, জন্ম সনদ এবং এনআইডির মাধ্যমে বর কনের বয়স যাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পিএসসি, জেএসসি এবং পাসপোর্টের মাধ্যমে বয়স যাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা পেতে জাতীয় হেল্প লাইন ১০৯ চালু করা হয়েছে। জাতীয় হেল্প লাইন সম্পর্কে দেশের সকল বিবাহ নিবন্ধককে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলায় সেবাটি চালু করা হয়েছে।

০২। বাল্য বিবাহ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূরণে 'বাল্য বিবাহ বন্ধ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর ও কনের বয়স যাচাই করার সিস্টেমসহ ১৮ (আঠারো) বছরের নিচে মেয়েদের ডাটাবেজ, বিবাহ নিবন্ধন, জেলা রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, ঘটক, ইমাম, পুরোহিত, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিনিধি ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ, ঝুঁকিপূর্ণ মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তথ্য এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটি অ্যাটেডেটস সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। বর্ণিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নকালে ইলেকট্রনিক বিবাহ নিবন্ধন, বর কনের কাবিননামার তথ্য, বালাম বইয়ের কপি, বিবাহ সনদ, বিবাহ নিবন্ধন পোর্টাল ইত্যাদি ফিচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকদের ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছে। বাল্য বিবাহমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বার্থে বিবাহ নিবন্ধনের সময় সংশ্লিস্ট মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু পুরোহিতগণকে বর্তমানে প্রচলিত আইনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বাল্য বিবাহ বন্ধ ও বাল্য বিবাহ নিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের সকল নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় হতে ''গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা বিষয়ক পরামর্শ'' প্রদান বাস্তবায়ন করার জন্য সকল জেলা রেজিস্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে ''সুস্থ মা-সুস্থ শিশু-সমৃদ্ধ

দেশ-সকল গর্ভধারণ হোক পরিকল্পিত'' লাইনটি কাবিননামায় সীল মোহর দ্বারা যুক্ত করার জন্য সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণ যাতে কোন সহকারী বা প্রতিনিধি দিয়ে বিবাহ নিবন্ধন করতে না পারে সেজন্য নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নোটারী পাবলিকগণ যাতে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো ও তালাক কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়টি তদারকির জন্য জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও আইনজীবী সমিতিকে অবগত করানো হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ কর্মরত কাজীদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা ডাটাবেজ তৈরি করে প্রদর্শনের জন্য বিবাহ নিবন্ধক বাতায়ন সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনসহ বিভিন্ন অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় ২০২১-২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ৩ (তিন) জন মুসলিম নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

৫.৪ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন | Rules of Busssiness, 1996 *Gi* Rule-14 *Ges* Allocation of Busssiness *Gi* Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রদত্ত মতামত প্রদানের সংখ্যা
১	এনজিও	২৬
২	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৬
৩	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১২
৪	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১
৫	হিসাব ভবন	২
৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩
৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	১
৮	দুর্নীতি দমন কমিশন	১
৯	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২
১০	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৭
১১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২
১২	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২
১৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২
১৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	৪
১৫	অর্থ বিভাগ	২
১৬	বানিজ্য মন্ত্রণালয়	২
১৭	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩
১৮	জননিরাপত্তা বিভাগ	১
১৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩
২০	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩
২১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
২২	শিল্প মন্ত্রণালয়	২
২৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১
২৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
২৫	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়	১
২৬	অডিট ভবন	১
২৭	প্রবাশী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
২৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১

২৯	ধর্ম মন্ত্রণালয়	১
৩০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১
৩১	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২
৩২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১
৩৩	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১
৩৪	পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়	১
৩৫	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪
৩৬	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	১
৩৭	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়	১
৩৮	বিদ্যুৎ বিভাগ	৩
৩৯	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১
৪৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১
	নিষ্পত্তির হার =	৯৭%

৫.৫ সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলি

সলিসিটর অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যে কোনো মামলা দায়ের/পরিচালনা/পরামর্শ প্রদান ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে কোনো মামলা পরিচালনা কিংবা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যপরিধির অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া, বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ প্রদান উচ্চ আদালতে আপিল, রিভিশন, রিভিউ কিংবা অন্য যে কোনো ধরণের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার সমর্থনে এ অনুবিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সলিসিটর অনুবিভাগ হতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে বর্ণিত হলো:

(ক) ফৌজদারি শাখা:

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তি	মোট
১	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে আপীল দায়ের	২৯টি	২৯টি	২৯টি
২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে রাষ্ট্র বিবাদী পক্ষে এ.ও.আর নিয়োগ	৪৬টি	৪৬টি	৪৬টি
৩	বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	২২টি	২২টি	২২টি
৪	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য আবদেনকারীকে অনুমতি প্রদান	১১৭টি	১১৭টি	১১৭টি
৫	ডেথ রেফারেন্স মামলার ষ্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত	৭৭টি	৭৭টি	৭৭টি
৬	ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৪৫টি	১৪৫টি	১৪৫টি
৭	হাইকোর্ট বিভাগ হতে প্রাপ্ত ফৌজদারি আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৬৫টি	১৬৫টি	১৬৫টি
৮	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্জির হলফনামা সম্পাদন	১০৫টি	১০৫টি	১০৫টি
৯	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন হিসাব শাখায় প্রেরণ	৪৯৭৫টি	৪৯৭৫টি	৪৯৭৫টি
১০	নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে আপীল দায়ের	২৪টি	৩২টি	৩২টি
১১	বিভিন্ন মামলার প্রাপ্ত দফাওয়ারি জবাব বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	২১২টি	২১২টি	২১২টি
১২	মৃত্যুদন্ড মামলায় স্টেট ডিফেন্স আইনজীবীর বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	৪৫টি	৪৫টি	৪৫টি

(খ) এটি/এএটি শাখাঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তি	পেন্ডিং
১	সল এটি/ এএটি (সুপ্রীম) আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের সংক্রান্ত	৯৭টি	৯৭টি	০০

২	সল এটি (মতামত) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের প্রস্তাব	১৩৯টি	১৩৯টি	০০
৩	আপীল বিভাগে রিভিউ দায়ের	১৫টি	১৫টি	০০
৪	বিবিধ বিষয়ে আইনগত মতামত	২২	২২	০০
৫	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে ও আপীল বিভাগে আইনজীবী নিয়োগ	৫৯১টি	৫৯১টি	০০
৬	আইনজীবীগণের বিল প্রদান	৬১৬টি	৬১৬টি	০০

(গ) দেওয়ানি শাখা

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তির শতকরা হার
১	সিভিল রিভিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	১১১টি	১০৯টি	
২	প্রথম আপিল/প্রথম বিবিধ আপিলের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	৩৮টি	৩৬টি	
৩	প্রথম বিবিধ আপিল/প্রথম আপিল/ সিভিল রিভিশন মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৭২টি	৭০টি	
৪	আপীল বিভাগ সংশ্লিষ্ট আপিল/রিভিউ	৮০টি	৭৯টি	
৫	বিবিধ বিষয়ে মতামত	৪১টি	৩৯টি	
	মোট=	৩৪২টি	৩৩৩টি	৯৭%

(ঘ) জিপি/পিপি শাখা

µt bs	KgKv‡Ûi weIq	c‡Îi msL¨v	wb¯cwË
1	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সহকারী অ্যাটর্নি সংক্রান্ত।	01wU	01 Rb
2	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সলিসিটর অফিসের বিভিন্ন মামলা সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দিতা/ পরিচালনার জন্য এডভোকেট সংক্রান্ত।	02wU	02 Rb
3	নেত্রকোণা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি নিয়োগ প্রদান।	01wU	01 Rb
4	পঞ্চগড় জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান।	01wU	01Rb
5	রাঙ্গামাটি জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান।	01wU	01Rb
6	পটুয়াখালী জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	02wU	02 Rb
7	ঢাকা জেলার জেলা জজ আদালতে জিপি নিয়োগ প্রদান।	01wU	01 Rb
8	সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি নিয়োগ প্রদান।	01wU	01 Rb
9	সুনামগঞ্জ জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	01wU	39 Rb
10	খুলনা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও সাইবার ট্রাইব্যুনালে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	01wU	19 Rb
11	কক্সবাজার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি পদে নিয়োগ প্রদান।	01wU	01 Rb
12	সিলেট জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সন্ত্রাস বিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিভাগীয়	04wU	05 Rb

	স্পেশাল জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান ।		
13	মৌলভীবাজার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান ।	01wU	41 Rb
14	টাংগাইল জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান ।	01wU	20 Rb
15	চট্টগ্রাম জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-০৪ ও সাইবার ট্রাইব্যুনালে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান ।	03wU	03 Rb
16	নোয়াখালী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের এপিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিল।	01wU	01 Rb
17	সিলেট জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিল।	01wU	01 Rb
18	চুয়াডাংগা জেলার জেলা জজ আদালতের জিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিল।	01wU	01 Rb
19	যশোর জেলার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান।	01wU	01 Rb
20	মেহেরপুর জেলার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান।	01wU	01 Rb
21	নরসিংদী জেলার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান।	01wU	01 Rb
22	বগুড়া জেলার জেলা জজ আদালতের জিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্হলে এডভোকেট জনাব কামরুন নাহার বেগম-কে জিপি পদে নিয়োগ প্রদান।	01wU	01 Rb
23	চট্টগ্রাম জেলার পরিবেশ আদালতের বিশেষ পিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্থলে এডভোকেট জনাব এসএইচএম হুমায়ুন রশিদ তালুকদার-কে বিশেষ পিপি পদে নিয়োগ প্রদান ।	01wU	01 Rb
24	চট্টগ্রাম জেলার বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিশেষ পিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদ হলে এডভোকেট জনাব কামরুন নাহার বেগম-কে বিশেষ পিপি পদে নিয়োগ প্রদান ।	01wU	01 Rb
25	বিভিন্ন জেলা আদালতে নিযুক্ত আইন কর্মকর্তাগণের নিজ খরচে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান।	09wU	09 Rb
26	বিভিন দপ্তর/ করপোরেশন/ বিভাগ/ মন্ত্রণালয় হতে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী প্যানেল আইনজীবীর নিয়োগের অনাপত্তি প্রদান।	*15wU*	*15 wU*
27	স্ট্রেনথেনিং রুল অফ ল' প্রোগ্রাম এবং সলিসিটর উইং এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বরিশাল জেলার ৩০জন, সিলেট জেলার ৩০ জন, চট্টগ্রাম জেলার ২৫জন আইন কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রদান ।	*03wU*	*85 Rb*
28	United Nations Office on Drugs and Crime অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী জেলা ও দাযরা জজ আদালতের ৩৩ জন, মানব পাচার ট্রাইব্যুনালের ০৩ জন, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর জেলার মানব পাচার ট্রাইব্যুনালের ০৬ জন, কক্সবাজার, কুমিল্লা, দিনাজপুর, যশোর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ১৪ জন আইন কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রদান ।	*02wU*	*56 Rb*
29	U.S. Embassy, Bangladesh, Dhaka. Virtual System (Zoom Platform) AbwôZe¨ cwk¶‡Y Ask Mn‡Yi Rb¨ *mšvm we‡ivax Aciva UvBeÿbvj, XvKv, PÆMvg, wm‡jU, Lÿbv, ewikvj, iscyi I ivRkvnx* †Rjvi *07 Rb* AvBb KgKZvi g‡bvbqb c`vb|	*01wU*	*07 Rb*
30	'ইউএসএইড এর প্রেমোটিং পিস এন্ড জাষ্টিস (পিপিজে) একটিভিটি' এবং 'সলিসিটর উইং' এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে ঢাকা জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালতের ৬০ জন, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, টাংগাইল ও জামালপুর জেলার ৩০ জন, বগুড়া,	*05 wU*	*184 Rb*

	পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম জেলার ৩৬ জন, খুলনা জেলার ৩০জন, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, ফেণী ও কক্সবাজার জেলার ২৮জন আইন কর্মকর্তার অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান।		
31	Winrock International◌̍s [USAID◌̍s Fight Slavery and Trafficking-In-Persons (FSTIP)Activity] KZK Ab◌̍ôZe¨ ◌̍Trafficking in Persons and Protection of Victims Rights in Rajshahi শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য খুলনা জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ৩০জন, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ জেলার ৩৪ জন, কক্সবাজার জেলার ২৫ জন আইন কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রসংগে।	*03 ◌̍U*	*89 Rb*
32	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক সরকারি কৌশুলী (জিপি) ৩০জন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ৩০ জনের Online /Distance learning প্রক্রিয়ায় আয়োজিত ২২তম বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত প্রশিক্ষণার্থী সর্বমোট ৬০ জন মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে।	*01◌̍U*	*60 Rb*
33	জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে গঠিত জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি কর্তৃক ফোকাস গ্র"প আলোচনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ২৫ জন বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর এর মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে।	*01 ◌̍U*	*25 Rb*
34	ঢাকা জেলার আদালতে নিজ খরচে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবীর অনুমতি প্রদান প্রসংগে।	1◌̍U	01◌̍U
35	বিবিধ	10◌̍U	10 ◌̍U

(ঙ) রিট-১ শাখা

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক আপীল (CP/CMP) দায়েরের প্রস্তাব সংখ্যা	j¿hÉ
1z	৩৩৪টি মামলার মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) এবং মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের করার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।	৩৩৪ জন AOR নিয়োগ পূর্বক আপীল/রিভিউ দায়ের করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যাশি দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করায় কিছু আপীল দায়েরর প্রস্তাব গৃহিত হয়নি। প্রত্যাশি দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে যা পাওয়া মাত্রই নিয়মিত আপিল/রিভিউ দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(চ) রিট -২ শাখা

নথির প্রকৃতি	মোট প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা			মোট নিস্পত্তিযোগ্য পত্রের সংখ্যা	মোট নিস্পত্তি	কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রেরণ এবং কার্যক্রম নেই এমন পত্রের সংখ্যা	নিস্পত্তির হার
	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া	পূর্বের যাচিত তথ্য ও কাগজপত্রসহ				
সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	৩২টি	২৮টি	২৯টি	৬১	৬১	-	১০০%

৫.৬ সুশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি

ক) আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ১৬.৩ এর নেতৃত্বদানকারী বিভাগ হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রোডম্যাপে চিহ্নিত রয়েছে । উক্ত অভীষ্ট এর মূল বিষয় আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য আইনের সহজগম্যতার উদ্ধতি সম্প্রসারণ করা। উক্ত অভীষ্ট অর্জনে আইন ও বিচার বিভাগ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে এ বিভাগ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

M) h¡¢oL Ljp¢f¡ce Q¢š² h¡Ùh¡ue

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও পরিমাপকঃ

কর্মসম্পাদন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়ন নির্ভর করে সঠিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective) I কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে নির্বাচিত কার্যসম্পাদন সূচকের (Key Performance Indicator) Dci|

20২১-202২ অর্থবছরের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল :

- বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করে মামলা জট হ্রাস;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে চাহিত সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে Q¡¢qa সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে প্রদান;
- চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন ও সাব-রেজিস্ট্রি ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর আদালতে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- আদালতে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগের মোট প্রাপ্ত স্কোর ৯১.৭৩।

৫.৭. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বিচার বিভাগ

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ অর্থবছর ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন এবং অর্থবছর ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহের সাথে সংগতি রেখে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্জনে একটা সময়সীমা নির্ধারণ করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব বিষয়ের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলাগুলোর দ্রুততর নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক ও আইনগত সহায়তা প্রদান।

প্রধান ক্ষেত্র: বিচার ও আইনের শাসন বাংলাদেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান, আধা-আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান এবং বিচারের অধিকারের কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সরকার কর্তৃক বহুল স্বীকৃত একটি বিষয়। এমনকি, জাতিসংঘের প্রণীত এসডিজির আওতায়, 'সকলের জন্য বিচারের অধিকার' শীর্ষক এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারের বিশেষ তাগিদও পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে এটি সর্বজনবিদিত যে, কোন জাতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভাবনা আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রনীতির দ্বারা সম্পদের অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার সক্ষমতার ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল। তবুও, বিচারিক সেবা জনগণের জন্য অভিগম্যতাযোগ্য, সাশ্রয়ী ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিচার বিভাগের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। তাই, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে:

১. বর্তমানে বিশ্বের বিচারক-জনসংখ্যার সর্বনিম্ন অনুপাতের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যার ফলে দেশে বিশাল মামলাজট এবং তাদের নিষ্পত্তির নিম্নহার পরিস্থিতি বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে, সর্বশেষ তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিচারক রয়েছেন প্রায় ১.১ জন, অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিচারকরে সংখ্যা গড়ে ২ থেকে ২.২৫ জন-এ তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নীচে। ফলশ্রুতিতে, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিচারক-জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিচার বিভাগে নিয়োগ ত্বরান্বিত করবে।

২. গবেষণামূলক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিছু প্রশাসনিক জেলা মামলাজটের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধিতে 'পাইপলাইন' হিসেবে কাজ করে। এসব 'পাইপলাইন' জেলাগুলোর জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে করে উক্ত প্রশাসনিক জেলাগুলোতে অবস্থিত জেলা আদালতসমূহ কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান পায়।

৩. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। উক্ত কৌশলপত্রে আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগের কার্যকারিতা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, কৌশল ও কার্যক্রম বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় উক্ত লক্ষ্য, কৌশল ও কার্যক্রমের- যেগুলো অসম্পূর্ণ বা অবাস্তবায়িত রয়েছে- সেগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

৪. জেলা পর্যায়ের আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সাধারণ, ছোটোখাটো বা হয়রানিমূলক মামলার সংখ্যা কমিয়ে এনে তাঁদের ওপর মামলার চাপ কমানো এবং সত্যিকার অর্থে আইনি প্রতিনিধিত্ব ও রায়ের জন্য অপেক্ষমান গুরুতর এবং জটিল মামলাগুলোকে পরিচালনার জন্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় কর্মরতদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫. জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনতে স্বল্প খরচে সুষ্ঠু ও দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

6. Av`vjZ¸‡jv‡Z AwZgvÎvq gvgjvR‡Ui ‡cÿvc‡U সরকার বিচার বিভাগের নীরিক্ষা সংক্রান্ত *(*Justice Audit*)* প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ফলাফলের নিরীখে একটি দ্বিমুখী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবে, যা সমস্ত বিচারাধীন, নিস্পত্তি হয়নি এমন মামলা যাচাই-বাছাই করবে এবং নতুন মামলাসমূহের কঠোর ও দৃঢ় বাছাই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলার জট পর্যবেক্ষণ কমিটিসমূহ তাদের চলমান কাজ অব্যাহত রেখে, ৫ থেকে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন মামলার যাঁচাই-বাছাই করবে যাতে করে সেগুলো নিষ্পত্তি বা খারিজ করে দেয়া যায় এবং এতে করে 'চলমান' মামলা থেকে রায়ের জন্য অপেক্ষমান মামলা ছাঁটাই সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিস্পত্তিকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে সত্যিকার অর্থেই এগুলো বিচারাধীন নাকি অনানুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা করে নিস্পত্তি করে সম্ভব তা মূল্যায়নের জন্য পরিপূরক যাচাই কার্যক্রমও সম্পাদন করা হবে।

৭. সরকার নারী ও শিশুদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যামান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করবে। নারী ও শিশু আদালতে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা হবে। নারী ও শিশু আদালতের কার্যক্রমের ওপর একটি সামগ্রিক/সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে, যাতে করে সেই অনুযায়ী সেবা প্রদানে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

বিচারে অভিগম্যতা :

১. বিচার কার্যে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর আনুমানিক ২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করবে।

২. সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করবে, যেন এই সংস্থাটির সেবা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছতে পারে এবং আইনি সমস্যা সমাধানে বিচার ব্যবস্থায় তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে। ২০০৯ সাল থেকে এ সংস্থাটি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের আইনি সহায়তা প্রদানে পুরোদমে কাজ করছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আইন সহায়তা কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট আইন সহায়তা অফিস, ২টি শ্রম আদালত আইন সহায়তা কেন্দ্র এবং জাতীয় হেল্পলাইন কল সেন্টার প্রভৃতি জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতায় সরকারি আইনি সহায়তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবুও, সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এ সংস্থার প্রধান সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৪ জেলাতেই আইন সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ২০১৭ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলাতেই কোন আইন সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা নেই।

৩. বিচার ব্যবস্থায় অভিগ্যমতা সুগম করতে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এনজিও ও অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাতে বিভিন্ন প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে এবং তা মানসম্মত আইনি সহায়তা প্রদানে সহায়ক হবে।

৪. আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত কৌশল এবং কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সমস্যা অনুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এটি আইনি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য অসহায় জনগোষ্ঠীর অনুপাত এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য মূল্যায়ন ও লিপিবদ্ধ করবে যাতে করে এসব তথ্য পর্যালোচনা করে কারা, কখন এবং কি কি কারণে বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতা পেয়েছে তা জানা যায়।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিচার বিভাগকে এগিয়ে নিতে উন্নত পদক্ষেপসমূহ :

ই-জুডিসিয়ারি: বাংলাদেশ সরকার বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সজাগ রয়েছে। বিচারক এবং আদালতের কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার ও সংযোগ সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার সহায়তা প্রদান প্রভৃতি এই ডিজিটাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, ডোমেইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে ত্রিমুখী সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাহায্য নিয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ২৬৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, হার্ডওয়্যার সরবরাহ এবং সংযোগ সহায়তা প্রদান ত্বরান্বিত করার একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক জেলায় মাঠ পর্যায়ে বিচার বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন প্রোগ্রামার এবং কয়েকজন সহকারী প্রোগ্রামার, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানকারী কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে।

স্বতন্ত্র প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা:

প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত, তাৎক্ষণিক এবং বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন একটি দৃশ্যমান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অ্যাডিশনাল এজি, ডিএজি, এবং এএজি নিয়োগের সুপারিশ করবে। সরকার ক্রমান্বয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। প্রাথমিকভাবে, উল্লেখিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের ৭০ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হবে সরকার কর্তৃক নির্বাচিত নিবন্ধিত আইনজীবীদের মধ্য থেকে। অবশিষ্ট্য ৩০ শতাংশ নিয়োগ হবে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অনুসরণের পূর্বে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নিয়োগ বিধি, শৃঙ্খলা বিধি, সেবা বিধি, পদায়ন ও পদোন্নতি বিষয়ক নির্দেশিকা, চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি দলিলাদি প্রণয়ন করা হবে।

জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা:

বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সকল যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি উচ্চাকাংখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্য পূরণে বিচার বিভাগও প্রয়োজনীয় অবদান রাখবে। উন্নত দেশগুলোর মত বিচার বিভাগের উচ্চতর অবস্থান নিশ্চিত করতে একটি জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। জুডিশিয়ালি একাডেমি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা, মানসম্মত পাঠ্যক্রম রচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তর্জাতিক বিষয় সমন্বয় সাধন এবং নিম্ন ও উচ্চ উভয় আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে। এ একাডেমিটি রাজধানী ঢাকার আশেপাশে অবস্থিত হতে পারে এবং এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি নিশ্চিত করতে প্রায় ৩৫ একরের মত জমির প্রয়োজন হতে পারে।

অধ:স্তন আদালতে কর্মরত বিচারকগণের পেশাগত উন্নয়ন:

বাংলাদেশ সরকার কর্মরত অবস্থায় বিচারকগণের ক্রমাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত রয়েছে। বিশেষত, সাইবার ক্রাইম, অনলাইন সুরক্ষা, বহুজাতিক সন্ত্রাসবাদ, বিচার প্রক্রিয়ায় তথ্য- প্রযুক্তির ব্যবহার, ডিজিটাল আদালত ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত অপরাধ বিচার, কিশোর অপরাধ বিচার, পারিবারিক নির্যাতন, অফশোর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অফশোর অপরাধ ও বিরোধ, সমুদ্র আইন, জলবায়ু পরিবর্তন আইন ও নীতি, এনার্জি বিষয়ক আইন ও নীতি, টেকসই উন্নয়নের জন্য বিচার বিভাগীয় পরিকল্পনা, বিচার বিভাগীয় প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ, উপকূলবর্তী এলাকা ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সুরক্ষা, পরিবেশগত পরিকল্পনা, গভর্ন্যান্স এবং ন্যায়বিচার, পরিবেশগত আদালত পদ্ধতি, বহুজাতিক সামুদ্রিক সীমানা স্থান-সংক্রান্ত পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আধুনিকতম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার উল্লিখিত সকল বিষয়ের ওপর বিচারকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে বিশেষায়িত প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে বিশেষায়িত দল গঠন করবে।

৫.৮ আইসিটি সেল

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল:

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লেখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়:

	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
সাধারণ	৩১	৮৪	১৭২	১৫৯	২০০	২২৬	১২৩	১৩৮	১৪১	১৭৫	১০০	১০৪
বাজেট ও উন্নয়ন	৩৬	৬০	১৫৬	২০০	১৬২	১৯০	২০৯	২৬৪	২৮৪	৩৩৩	২৮৯	১৮৫

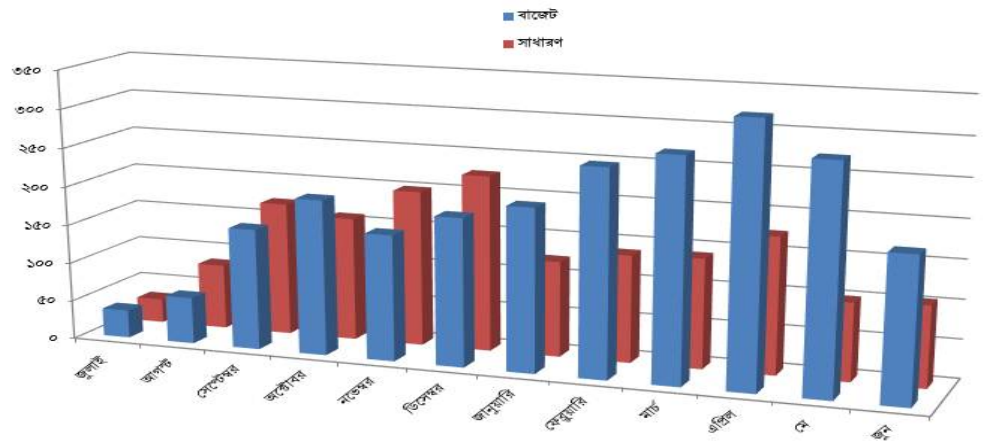

৬. বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ

১। জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগ এবং সারাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ, আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তরে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২১' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাসময়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করা হয়।

দেশব্যাপী করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২১' এর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়। এ ভার্চুয়াল শোকসভায় বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির সহ উভয় বিভাগ এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

একই সাথে সারাদেশে জেলা ও মহানগর পর্যায়ের আদালতে বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে মাহফিল ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২১' এর কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন সারাদেশের জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহেও যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২১' এর কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জিত সাফল্য

৭. নিবন্ধন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দলিল নির্ভুল থাকলে ভূমির মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের অধস্তন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্বের বিচারে দলিলকে প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন অফিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনক্রমে গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৯৪১টি নতুন পদ সৃজনসহ জানুয়ারি ২, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এক ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকার নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এই বিভাগের অগ্রযাত্রায় নতুন গতি ও মাত্রা সৃষ্টি করেছে। জেলা রেজিস্ট্রার এবং রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের পরির্দশকগণের বেতনক্রম একধাপ উন্নীত করে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ এবং ৫ম গ্রেড করা হয়েছে। ডিআইজিআর এবং অতিরিক্ত আইজিআর হিসেবে নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

ভৌত কাঠামো: মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর অফিস ভবন নির্মাণ/পুন:নির্মাণের বিষয়ে একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল জেলা-রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য নিজস্ব বিভাগীয় ভবন নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে অবশিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনসমূহ নির্মাণ/পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প **'নিবন্ধন দপ্তরসমূহের উন্নয়ন'** অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ে সারাদেশে ১১২টি জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। তবে বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে নির্মাণাধীন প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক ভবন নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

জনবল সংকট নিরসন: ইতোমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে ৭০ জনের নাম সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত ৭০ জনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৬৪ জন কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেছেন। বর্তমানে ৬৮ জন সাব রেজিস্ট্রারের পদ শূন্য আছে। তন্মধ্যে ৬৩ জন পিএসসি'র মাধ্যমে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট ৫ জন বিভাগীয় কোটায় শূন্য পদগুলো পদোন্নতির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বালাম বহির সংকট নিরসন: দীর্ঘদিনের বকেয়া দলিল হালনাগাদকরণের নিমিত্তে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৩৫,০০০ (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) বালাম বহি ও অন্যান্য ফরমাদি মুদ্রণ ও বাধাইক্রমে সরবরাহের নিমিত্ত বিজিপ্রেসে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সারাদেশের চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হবে। এতে দেশের জনগণকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রটকৃত মূল দলিল ফেরত প্রদান করা সম্ভব হবে এবং সকল সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বকেয়া নকল কাজ তরান্বিতকরণের জন্য বালাম বহির সংকট অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হবে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ: রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পেশাগত বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ খাতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ১০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারীজনিত কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের জোর দেয়া হয় এবং ২০২১-২২

অর্থবছরে ১১৪ জন জেলা রেজিস্ট্রার, ১৭৩ জন সাব-রেজিস্ট্রার, ৩৪৭১ জন সহায়ক কর্মচারী, ৫৩৫১ জন দলিল লেখক এবং ১৭৬৭ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

নকলনবীশগণের পারিশ্রমিক পরিরোধ: নকলনবীশগণের দীর্ঘদিনের বকেয়া পারিশ্রমিক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৮ কোটি টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নকলনবীশরা যাতে প্রতিমাসে যথাসময়ে পারিশ্রমিক পেতে পারে তদবিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১ জুলাই রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের নকল কাজের পারিশ্রমিক এই তহবিল থেকে মিটানো হচ্ছে।

রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও আদায়কৃত রাজস্বের পরিসংখ্যান: রেজিস্ট্রেশন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়	দলিল সংখ্যা
2020-2021	9339,41,40,544/-	2953,44,89,226/-	12292,86,29,770/-	34,74,696
২০২১-২০২২	৮১১১,১৩,৯0,৬০৪/-	৩৪৮৯,৯৩,১২,৯৯২/-	1১৬০১,০৭,০৩,৫৯৬/-	3৫,৯৮,১৯৭

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরকরণ: দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করার নিমিত্ত 'দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচী আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিষয়ে বর্ণিত ভূমি সংক্রান্ত সমন্বিত সেবা কার্যক্রম বর্তমান অবস্থান থেকেই সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। একইসাথে ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দলিল রেজিস্ট্রেশনের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জনগণের সুবিধার্থে অধিকাংশ জেলাধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সমূহে অন-লাইন পেমেন্ট পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার করসহ অন্যান্য করাদি আদায় করা হচ্ছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সারাদেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সমূহে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ই-রেজিস্ট্রেশন: ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য "ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প" গ্রহণ করা হয় এবং এই সমীক্ষা কার্যক্রম এর আওতায় ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জুন, ২০২১ সালে এই সমীক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে সমাপ্ত হওয়ার পর বর্তমানে প্রতিবেদন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা হলে কোনরকম জটিলতা ছাড়াই নির্ভুলতার সাথে দলিলের দাতা এবং গ্রহীতা রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করতে পারবে। এর ফলে সরকারী রাজস্ব আদায়ও গতিশীলতা পাবে। সারা দেশের রেকর্ড রুমে রক্ষিত বালাম বহি সমূহ আর্কাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু হলে জনগণ সহজেই নিবন্ধন কার্য সম্পাদন সহ নিবন্ধিত দলিলের অনুলিপি তাৎক্ষনিক সংগ্রহ করতে পারবে।

৮. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে সিভিল আপিল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারির মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করা হয়। এরপর ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কমিশন ॥b¤i|c সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়:

(ক) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি এর চেয়ারম্যান ও হবেন;
(খ) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক;
(গ) অ্যাটর্নি জেনারেল, পদাধিকারবলে;
(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে;
(চ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ছ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের একজন ডীন অথবা অধ্যাপক;
(জ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে;
(ঝ) জেলা জজ, ঢাকা, পদাধিকারবলে;

কমিশনের দায়িত্ব

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ অথবা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যেকোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে, সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা।
- শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজনকরাসহ প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

202১-202২ অর্থবছরে গৃহীত L¡kœ² j

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী-এর নির্দেশনা অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ‘বাঙ্গাবন্ধু কর্নার’ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে নগর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক কমিশনের লাইব্রেরীর পশ্চিম-উত্তর কোণে ‘বঙ্গাবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করা হয়। ‘বঙ্গাবন্ধু কর্নার’ এ বঙ্গাবন্ধুর জীবন, রাজনীতি ও শাসন সময়, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ক মোট ৬৭২ টি গুরুত্বপূর্ণ বই স্থান পায়। ২৪ অক্টোবর, ২০২১ ‘বঙ্গাবন্ধু কর্নার’ এর উদ্বোধন এবং কমিশনের মাল্টিপারপাস হলে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এম.পি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে নবনির্মিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' শুভ উদ্বোধন করেন।

২. গত ১৬.০৯.২০২১ তারিখ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী-এর নেতৃত্বে কমিশন প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কমিশন কর্তৃক ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

৩. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী-কে বাংলাদেশের ২৩তম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করায় কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গত ৩০.১২.২০২১ তারিখ অপরাহ্নে কমিশন সচিবালয়ের মাল্টিপারপাস হলরুমে কমিশনের ১২৪-তম সভার প্রাক্কালে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ১০০ (একশত) টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ দিতে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত চতুর্দশ বিজেএস পরীক্ষা, ২০২১ এর কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী বিস্তার লাভ করায় সরকার কর্তক সার্বিক কার্যাবলি ও চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপের কারণে যথাসময়ে ১৪শ বিজেএস এর প্রিলিমিনারী পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার কমলে কমিশেনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ০২.০৯.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ১৪শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০২১ এর প্রিলিমিনারী পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় এবং তদানুযায়ী গত ২৫.০৯.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ শনিবার অপরাহ্ন ৩.০০ ঘটিকা থেকে ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ঢাকাস্থ 'উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ', ও 'সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ' কেন্দ্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ৯১২১ জন প্রার্থীর প্রিলিমিনারী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৯৬৪ জন প্রার্থীর ফলাফল কমিশনের ১২৩তম সভায় অনুমোদন করা হয় এবং কমিশনের ওয়েবসাইটসহ তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে গত ২৬.০৯.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ প্রচার করা হয়। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গত ০৭.১১.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৭.১১.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ১৪৮ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা ১০০০ কেন্দ্রে গ্রহণ করা হয়। উক্ত লিখিত পরীক্ষায় ৯২১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ৬৩৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ২০.০৩.২০২২ খ্রিঃ হতে ১৬.০৪.২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কমিশন সচিবালয়ে গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬৩৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৩৪ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ০৩ জন অনুপস্থিত ছিলেন। কমিশনের ১২৭-তম সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ২১.০৪.২০২২ খ্রিঃ তারিখ চতুর্দশ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (১৪শ বিজেএস) পরীক্ষা, ২০২১ এ সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ও মনোনীত ১০২ জন প্রার্থীর রোল নম্বরের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ও মনোনীত ১০২ জন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা গত ২৯.০৫.২০২২ খ্রিঃ তারিখ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত তারিখে নির্ধারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (১৪শ বিজেএস) পরীক্ষা, ২০২১ এ সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ও মনোনীত ১০২ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে (সহকারী জজ) নিয়োগ নিমিত্তি গত ১৯.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

৫. শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের ১ম অর্ধ-বাষিক বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০২০ এ উত্তীর্ণ প্রাথীদের তালিকা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ১৩.০৯.২০২১ খ্রিঃ তারিখ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের ২য় অর্ধ-বাষিক বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০২১ গত ২৮.১১.২০২১ খ্রিঃ ও ২৯.১১.২০২১ খ্রিঃ তারিখ কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষার ফলাফল গত ৩০.১২.২০২১ খ্রিঃ তারিখ কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ৩০.০১.২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের ১ম অর্ধ-বাষিক বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০২২ গত ২৯.০৬.২০২২

ও ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখ কমিশন সচিবালয়ে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬. কমিশন সচিবালয়ে কম্পিউটার অপারেটর-০১টি, গাড়িচালক-০২টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি, শাখা সহকারী-০২টি, অফিস সহায়ক-০৫টি সহ মোট ১২টি শূন¨পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়।

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের জন্য গত ০৭.০২.২০২২ হতে ১০.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৪ (চার) দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স-প্রথম পর্যায় আয়োজন ও সম্পন্ন করা হয়।

৮. 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন নীতিমালা), ২০২১ অনুযায়ী ২০২১-২২ *A_e0‡i* শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশন সচিবালয়ের উপপরিচালক জনাব এস,এম, আনিসুর রহমান, *wnmve iÿK* জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন এবং অফিস সহায়ক জনাব সৈয়দ জাহিদ হোসেন-কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরম্যাটে ০১টি সার্টিফিকেট, ০১টি ক্রেস্ট এবং ০১ মাসের (মে/২০২২) মূল বেতনের সমপরিমাণ অ_ প্রদান করা হয়।

৯. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের ৮ম তলায় অবস্থিত একটি কক্ষ বিজেএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত আছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য ভাড়া দেয়া হয়ে থাকে। উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন সেন্টা*i* হিসাবে ভাড়া দিয়ে ০১.০৭.২০২১ খ্রিঃ থেকে ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,৬৮,৫০০/- (দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকা আদায় হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে আদায়কৃত উক্ত *A_mn* সরকারি যানবাহন *e¨envi* বাবদ ২৩,৫১১/- (তেইশ হাজার পাঁচশত এগারো) টাকা, দরপত্র কার্যক্রমে সিডিউল বিক্রয় বাবদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অকেজো ঘোষিত ভিআইপি কার, কমিশন সচিবালয়ের ভল্টরুমের ধ্বংসযোগ¨ কাগজপত্র ক্রাশিং মেশিনে *webóKiZt* প্রস্তুতকৃত মন্ড ও কমিশন সচিবালয়ের অকেজো ঘোষিত অন্যান¨ মালামাল নিলাম বিক্রয় বাবদ আদায়কৃত ৭,০৫,৫১৩/- (সাত ল*ÿ* পাঁচ হাজার পাঁচশত তেরো) টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে ।

১০. সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থেকে সহকারী জজ পদে নিয়োগ নিমিত্ত বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা, আর্থিক স্বচ্ছতা রক্ষায় সরকারি ক্রয় নীতিমালার অনুসরণ এবং অফিস ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৯. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ সালের ১৫ নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনে বর্ণিত পেশাজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও অত্র ইনস্টিটিটিউট বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কৌশুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটরসহ অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউটকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র ইনস্টিটিউটের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ও দায়রা জজ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ (সেরেস্তাদার), ইনস্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌশুলীদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান সেমিনার, ওয়ার্কসপসহ মোট ৩৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্স সমূহের মাধ্যমে ৯৭৮ জন পুরুষ ও ২৮৬ জন মহিলাসহ মোট ১২৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৮৩ জন বিচারক, ৪৯ জন পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌশুলী, ৬৪ জন কোর্ট সাপোর্ট ষ্টাফসহ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন।

(খ) শিশুঘর স্থাপন

ইনস্টিটিউট ভবনের ৫ম তলায় প্রশিক্ষণার্থী মহিলা বিচারকগণের শিশুদের দুগ্ধ পানের জন্য ব্রেস্টফিডিং কর্নারসহ শিশুদের খেলাধূলার জন্য শিশুঘর স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শিশুঘরে প্রশিক্ষণার্থী বিচারকগণের সাথে আগত শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার সামগ্রী স্থাপন করা হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত শিশুঘরের উদ্বোধন করেন।

(গ) রিসোর্স পার্সন কক্ষ ও কনফারেন্স রুম নির্মান

ইনস্টিটিউটে আগত রিসোর্স পার্সনগণের জন্য কোন মানসম্মত বিশ্রামকক্ষ ছিল না। রিসোর্স পার্সনগণকে ইনস্টিটিউটে এসে মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে অবস্থান করতে হতো। বিষয়টি উপলব্ধি করে রিসোর্স পার্সণগণের জন্য ৪র্থ তলায় একটি রিসোর্সপার্সন কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রয়োজনে সভা করার জন্য উক্ত কক্ষের পাশে একটি কনফারেন্স রুম তৈরী করা হয়েছে।

(ঘ) **ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পুনঃসংস্কার**

ইনস্টিটিউটে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণের পড়াশুনার পরিবেশ আরও মনোরম ও নিবিড় করার জন্য গ্রন্থাগারে উন্নতমানের বুকসেলফ তৈরী করাসহ উড প্যানেলিং করা হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থাগারটি দৃষ্টিনন্দন রূপ লাভ করেছে। একই সাথে গ্রন্থাগারের পুরাতন এসিসমূহ অপসারন করে নতুন ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এসি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঙ) সেমিনার হল সংস্কার

ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলের দুটি দরজাই যথেষ্ঠ পুরাতন ও সাধারন মানের ছিল। উক্ত দরজা দুটি অপসারনক্রমে বর্তমানে কারুকার্যখচিত দুটি উন্নতমানের সেগুন কাঠের দরজা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সেমিনার হলের বাহ্যিক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সেমিনার হলের বক্তৃতা মঞ্চের উপর উন্নতমানের কার্পেট ও মঞ্চে ওঠার সিড়িতে স্টেইনলেস স্টিলের রেলিং লাগানো হয়েছে।

(চ) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাক্রয়

ইনস্টিটিউটে বরাবরই জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এতদবিষয়ে ইতোপূর্বে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় আউটসোসিং প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত পূর্বের ০৭টি জনবলের পাশাপাশি আরো ১০টি নতুন জনবল নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করে। ইতোমধ্যে পূর্বের ০৭টি জনবলের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় উক্ত ০৭টি ও নতুন ১০টি সহ ইনস্টিটিউটে গত অর্থ বছরে ওটিএম পদ্ধতিতে মোট ১৭ টি জনবলের সেবা ক্রয় করা হয়েছে।

(ছ) **কম্পিউটার ক্রয়**

প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪টি কম্পিউটার ও ১৫টি ইউপিএস ক্রয় করা হয়েছে যা ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার ল্যাবে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ পূর্বের চেয়ে দ্রুততার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(জ) **JATI জার্নাল প্রকাশ**

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরেও ইনস্টিটিউট JATI Journal, Vo1. XXI প্রকাশ করেছে। উক্ত জার্নালের ১৫০০ কপি ছাপানোর পর তা দেশের বিভিন্ন জেলা আদালতসমূহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে পাছানো হয়েছে।

(ঝ) নতুন গাড়ি ক্রয়

ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের কোন গাড়ী ছিল না। সরকার উক্ত পদের বিপরীতে ০১টি গাড়ী মঞ্জুরী প্রদান করায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০১টি নতুন সিডান কার ক্রয় করা হয়েছে।

(ঞ) **নামফলক স্থাপন**

ইনস্টিটিউটকে সকলের নিকট সহজে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সম্মুখভাগে 'বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন' নামাঙ্কিত একটি দৃষ্টিনন্দন নামফলক এবং ভবনের উপরে ÔJUDICIAL ADMINISTRATION TRAINING INSTITUTEÕ লেখা স্থাপন করা হয়েছে।

(ট) **বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি**

ইনস্টিটিউটের বাগানের অভ্যন্তরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৃশ্যমান বেদী তৈরী করে কৃত্রিম সবুজ ঘাসের উপর JATI লেখা সম্বলিত LED SIGN স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাগানের অভ্যন্তরে পতাকা বেদী হতে বাহির পর্যন্ত দৃষ্টি নন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে বাগানের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঠ) **ওয়াশরুম সংস্কার**

ইনস্টিটিউট ভবনটি ২০০৫ সালে নির্মিত হওয়ার পর বিগত প্রায় ১৭ বছর ভবনের ওয়াশরুমসমূহের কোন সংস্কার করা হয়নি। ফলে ওয়াশরুমসমূহ অনেকটা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। বিষয়টি মাননীয় সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করা হলে তিনি বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করেন। উক্ত অর্থে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের ১ম তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত ওয়াশরুমগুলোতে উন্নতমানের টাইলস ও ফিটিংস লাগানো হয়েছে।

১০. মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার

মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার অফিসের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ২ (দুই)টি অবলুপ্ত কোম্পানী যথাঃ-

১। ১২/০৩/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অরনেট সার্ভিসেস লিঃ।

২। ১১/১২/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্সট্রুমেন্টস লিঃ।

৩ z ২৯/০৪/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৪৩/২০০৭, ভ্যানটেইজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এবং

4 z ১২/০৪/১০১৭ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-১০৫/২০০০, ইসলামিক ট্রেড এন্ড কর্মাস লিঃ কে অবলুপ্ত ঘোষণা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত ৪(চার)টি কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন। মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলছে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এ্যাক্ট, ১৯৯৩, অফিসিয়াল ট্রাষ্ট্রি এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান অনুযায়ী এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। বর্তমানে ৭ (সাত)টি এষ্টেট এবং ৪(চার)টি ট্রাষ্ট এর কার্যক্রম চলমান আছে। এসব এষ্টেট এবং ট্রাষ্টের মোট আয়ের উপর সরকারি ২% কমিশন সরকারি কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়।

হেমেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় হতে স্থানীয় জনগণের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতায় প্রায় ১৫, ৫০০ (পনের হাজার পাঁচশত) টাকা গরিব ও দুঃস্থ জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকল্পে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে। "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনি কাঠামোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

সরকারি আইনি সেবাসমূহ

- সরকারি খরচে অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়েরের প্রয়োজন হলে সরকারি খরচে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা;
- মামলা দায়ের করার পূর্বে আপোস-মিমাংসার মাধ্যমে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আদালত থেকে প্রেরিত মামলাসমূহ মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিনামূল্য ওকালতনামা সরবরাহ;
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ;
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ;
- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ;
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ।

মামলায় আইনি সহায়তা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলা জজকোর্টে অবস্থিত ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে **২৬,৬৯৩** জন অসহায়,দুস্থ মানুষকে মামলায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। যার মধ্যে **১৩,২২৫** জন নারী, **১৩,২৪৩** জন পুরুষ এবং **২২৫** জন শিশু ।

আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রস্থল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির আইনগত ক্ষমতা প্রদান করে। ২০১৫ সালের ০৯ ফেব্রুয়ারী আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে। এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসারগণ

২০১৫ সালের জুলাই মাস হতে জেলা পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন। সরকারি এ সেবার মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মামলা পূর্ব বিরোধ (প্রি-কেইস) এবং চলমান মামলায় (পোস্ট কেইস) মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৯,৫৬৫ টি (প্রি কেইস+পোস্ট কেইস) উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ৩৬,০৯৫ জন উপকারভোগীকে সফলভাবে বিরোধ ও মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে পেরেছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের আইনগত দাবী/পাওনার প্রেক্ষিতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সর্বমোট ৩১,০২,৯৬,৫৪৮/- (একত্রিশ কোটি দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ) টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। সরকার এ উদ্দেশ্যে গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮৯এ ধারা সংশোধন করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আদালত থেকে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারকে মামলা পাঠানোর ক্ষমতা প্রদান করে।

কারাবন্দীদের আইনগত সহায়তা লাভ

আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২১-২২ অর্থবছরে কারাগারে আটকে থাকা ৯,৫৪৯ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচারে প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান"প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০"এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে অফিস চলাকালীন সময়ে আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কলসেন্টার থেকে **৫,৩৯৯** জন নারী, **২০,২৮৩** জন পুরুষ, ৬৩৩ জন শিশু এবং ০৮ জন তৃতীয় লিঙ্গেরসহ মোট **২৬,৩২৩ জনকে** বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে আইনি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনগত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৩ সালে ঢাকার শ্রম আদালতে ও ২০১৬ সালে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করেছে। এ দু'টি সেল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৫৩৯ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নোটিশের মাধ্যমে ৪৯৬ টি বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ **৯৫,৭১,৯১০/-** (পঁচানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত দশ) টাকা আদায় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশে বিদ্যমান সকল শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপিত হবে।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস

২০১৫ সালের পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে শুধুমাত্র জেল আপীল মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ১১৮টি মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং এ অফিস থেকে ১,৮৭৭ জনকে আইনি পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রদান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৫২ জন কর্মকর্তা, ৫৭৮ জন কর্মচারী এবং ৭২৭ জন প্যানেল আইনজীবীকে দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন

সরকারি আইনি সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে সংস্থা ৬৪ টি জেলায় প্রচারণামূলক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৮৫ টি সেমিনার/কর্মশালা/উঠান বৈঠক/গণশুনানী/ ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ৩১,৭৪৯ **জনকে আইনি সেবা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।** গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

এপিএ ও শুদ্ধাচার কৌশল ২০২১-২২ বাস্তবায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা** প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রথম সারিতে অবস্থান করছে।

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান		বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা (প্রি ও পোস্ট-কেইস)			আইনি সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ আদায় (প্রি ও পোস্ট-কেইস) (টাকায়)
		আইনি সহায়তা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	আইনি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	এডিআর এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধের সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা		
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৮৭৭	১১৮					১৯৯৫	
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস (৬৪ টি)	**২৮০৪২**	**২৬৬৯৩**	**১৫০৮৯**	১৯৫৬৫	১৮৫৩২	৩৬০৯৫	৯০৮৩০	৩১,০২,৯৬,৫৪৮/-
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	২৪৪১	৫৫৮	১০০	৫৪০	৪৯৬		৩৫৩৯	**৯৫,৭১,৯১০/-**
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি- "১৬৪৩০"	**২৬৩২৩**						**২৬৩২৩**	
মোট	**৫৮৬৮৩**	**২৭৩৬৯**	**১৫১৮৯**	**২০১০৫**	**১৯০২৮**	**৩৬০৯৫**	**১,২২,৬৮৭**	**৩১,৯৮,৬৮,৪৫৮/-**

নোট: ৯,৫৪৯ জন কারাবন্দীকে ৬৪টি জেলা কমিটির মাধ্যমে আইন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১২. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে ২৫-০৩-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। ২২-০৩-২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ নামে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে নামকরণ করা হয়। চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম এবং অপর দুজন সদস্য হিসাবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব আমির হোসেন এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবু আহমেদ জমাদার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, ০২ (দুই) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং ০৩ (তিন) জন সিনিয়র আইন গবেষণা অফিসারের পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তাঁরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন।

সহায়ক কর্মচারী

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়া গেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায় এবং ডেসপাস রাইডারসহ ০৩ জন কর্মচারী ইস্তফা প্রদান করায় বর্তমানে উক্ত ০৪ (চার) টি পদসহ মোট ১২ (বার) টি পদ শূণ্য রয়েছে।

প্রসিকিউশন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ১৯ (উনিশ) জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৩ (তিন) জন অ্যাটর্নী জেনারেল, ০৯ (নয়) জন অতিরিক্ত অ্যাটর্নী জেনারেল এবং ০৭ (সাত) জন সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল এর পদমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২০ (বিশ) জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার ০২ (দুই) জন আইজিপি পদমর্যাদায়, ০১ (এক) অতিঃ আইজিপি পদমর্যাদায়, ০৫ (পাঁচ) জন এডি:এসপি পদমর্যাদায়, ০৮ (আট) জন এএসপি পদমর্যাদায় এবং ০৪ (চার) জন পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদা সম্পন্ন।

মামলা ও রায় সংক্রান্ত

০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থবছরে সর্বমোট ০৫ (পাঁচ) টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে ৪১ (একচল্লিশ) টি মামলার বিচারকার্যক্রম চলমান আছে (বিডি কেস ৩৩ টি, মিস কেস ০৮ টি)।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা:

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	প্রদত্ত রায়ের বিবরণ ও রায় প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
01.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৯/২০১৮	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আবদুল মোমিন তালুকদার @ খোকা	মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ২৪/১১/২০২১ খ্রিঃ	আসামী পলাতক।
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১৭	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ আবদুল খালেক @ আবদুল খালেক মন্ডল এবং খান রোকনুজ্জামান@ রোজনুজ্জামান	দুজন আসামীকেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ২৪.০৩.২০২২	১ জন আসামী পলাতক অপর আসামীর দায়েরকৃত জেল আপীল ০৯/২০২২ বিচারাধীন রয়েছে।
০৩.	আই সিটি বিডি কেস নং ৪/১৭	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আবদুল আজিজ @ হাবুল এবং অন্যান্য	৩ জন আসামীর সকলকেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।	১৯.০৫.২০২২ ক্রিমিনাল আপীল নং-২৬/২০২২ (মো: আব্দুল মান্নান ওরফে মনাই) ক্রিমিনাল আপীল নং-২৭/২০২২ (মো: আব্দুল আজিজ ওরফে হাবুল) আপীল বিভাগে বিচারাধীন। ১জন আসামী পলাতক।
০৪.	আই সিটি বিডি কেস নং ২/১৮	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ রেজাউল করিম @ মন্টু এবং অন্যান্য	৩ জন আসামীর সকলকেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।	৩১.০৫.২০২২ আপীল দায়ের সংক্রান্ত কোন পত্র পাওয়া যায় নি। ১ জন আসামী পলাতক।
০৫.	আই সিটি বিডি কেস নং ৮/১৮	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ তাজুল ইসলাম @ ফোকান এবং অন্যান্য	৫ জন আসামীর মধ্যে ১ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ড, ৩ জন আসামীকে আমৃত্যু কারাদন্ড এবং ১ জন আসামীকে খালাস প্রদান করা হয়েছে। ৩০.০৬.২০২২	আসামী জাহেদ মিয়া @ জাহিদ মিয়া এবং আসামী মোঃ তাজুল ইসলাম @ ফোকন কর্তৃক জেল আপীল নং ২৩/২০২২ দায়ের সংক্রান্ত মহামান্য আপীল বিভাগ হতে ২১.০৭.২২ তারিখ পত্র পাওয়া গেছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর হতেই পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে এর বিচারিক, প্রশাসনিক ও প্রসিকিউটর অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত ভবনটি ১৯০৫ সালে নির্মিত হয়েছে। ভবনটি নির্মাণকালে ব্রিক ফাউন্ডেশন ও চুন সুড়কি দিয়ে নির্মিত হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা গত ১৫.০৭.২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অবয়ব ঠিক রেখে এবং ঐতিহাসিক দিক বিবেচনা করে Strengthening করার জন্য Retrofitting/Restoration করা প্রয়োজন উল্লেখ করে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ-১ ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করেন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর রেজিস্ট্রার বরাবর অনুলিপি বিতরণ করেন উক্ত পত্র এবং এর সাথে সংযুক্ত গণপূর্ত ডিজাইন সার্কেল -১ ঢাকা এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয় এর স্মারক নং-ডিডি-১/২০১৮/৬৮ তারিখ ১৮ মার্চ/২০১৮ ইং মূলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-২, ঢাকা বরাবর প্রেরিত পত্র এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন এর ফটোকপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গণপূর্ত বিভাগ, গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ ও গণপূর্ত ডিজাইন সার্কেলের ৩ (তিন) জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি গত ১৩.০৩.২০১৮ তারিখে একমত হয়ে মতামত প্রদান করেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবন এবং প্রসিকিউটর ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। পরবর্তীতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী টিনসেড নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে টিনসেড ভবনে বিচারকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৩. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (President's Order No. 46 of 1972) দ্বারা প্রতিষ্ঠত একটি সংস্থা । বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তাছাড়া, আরও ১৫ জন নির্বাচিত বি ' আইনজীবী প্রতিনিধি উক্ত কাউন্সিলের সদস্য। বিজ্ঞ আইনজীবীগণের পেশাগত সনদ প্রদান, তাদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, পেশাগত শিষ্টাচার ও আচরণ নির্ধারণ এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করেছে এমন ১৫১১১ (পনের হাজার একশত এগারো) জন আইনের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে MCQ পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করে বার কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

২। ৩৩৫১ (তিন হাজার তিনশত একান্ন জন) বিজ্ঞ আইনজীবীকে উচ্চ আদালতে আইনপেশা পরিচালনার পারমিশন পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করে বার কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

৩। বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করে বার কাউন্সিল অফিসে ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য আবেদন করেছেন- এমন যোগ্য ১১২৫ (এক হাজার একশত পচিশ) জন ছাত্র/ছাত্রীকে ইকুইভ্যালেন্স সনদ প্রদান করা হয়েছে।

৪। নিম্ন আদালতে আইন পেশা পরিচালনার জন্য ৪০৫৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৯৮১ জন চুড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওযায় বার কাউন্সিল অর্ডার ও রুলস্ ১৯৭২ অনুযায়ী সনদ/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৫। উচ্চ আদালাতে আইন পেশা পরিচালনার জন্য ৬৫৫৬ জন পরীক্ষার্থী মধ্যে ৩০৫৯ জন চুড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওযায় বার কাউন্সিল অর্ডার ও রুলস্ ১৯৭২ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে আইন পেশা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন নীতিমালার আওতায় ২০২২ সালে হাইকোর্ট বিভাগে আইন পেশার পরিচলনার জন্য পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলআপ প্রথমবারের মতো টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করেছে এবং অধস্তন আদালতের তালিকাভুক্তির MCQ এবং লিখিত পরীক্ষার ফরম ফিলআপ অনলাইনে সম্পন্ন করা হইয়াছে। বর্তমানে অধস্তন আদালতের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অনলাইনে চলমান।

৭। ২০২১-২০২২ সালে বার কাউন্সিলে বিভিন্ন ব্যক্তি, আদালত ও সরকারী সংস্থা হইতে আইনজীবীর বিরুদ্ধে ৮২ টি অভিযোগ পাওয়া যায় ইহার মধ্যে ৮২ টি অভিযোগ এবং পূর্বের বছরের অভিযোগসহ সর্বমোট ১১০টি অভিয়োগ নিস্পতির জন্য বার কাউন্সিলের বিভিন্ন ট্রাইবুন্যালে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮। ৫ জন আইনজীবীর সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল করার সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে।

৯। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইবুন্যালে কোন মামলা দায়ের হয়নি।

১০। বার কাউন্সিল সদস্য নির্বাচনের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ণের কাজ সম্পন্ন করে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভোটার তালিকা অনুযায়ী সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

১১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ২০ (বিশ) কোটি টাকার অনুদান প্রত্যেক আইনজীবীগনের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা হয়েছে।

১২। সরকারী অর্থায়নে ১৫ (পনের) তলা বিশিষ্ট বার কাউন্সিলের ভবন নির্মানের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে উক্ত ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় বার কাউন্সিল অফিস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৩। ১৬৭ জন প্রয়াত আইনজীবী পরিবারের সদস্যগণকে ৫,৪৩,০৩,৬৯৮ (পাঁচ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তিন হাজার ছয়শত আটানব্বই) টাকা বার কাউন্সিল বেনিভোলেন্ট ফান্ড হইতে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

১৪। ১৮ জন অবসর গ্রহনকারী আইনজীবীকে ৩৫,৪১,৫০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা বার কাউন্সিল বেনিভোলেন্ট ফান্ড হতে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

১৫। ১৩৯ জন আইনজীবীকে চিকিৎসার জন্য ২৪,২৫,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা বার কাউন্সিল রিলিফ ফান্ড হতে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

১৪. অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো:

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলবৃন্দ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি তৈরী/সংশোধনীর প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকেন। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন। বিগত সালের কতিপয় যুদ্ধাপরাধীদের মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এছাড়া, কতিপয় চাঞ্চল্যকর ফৌজদারি মামলা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তি হয় এবং অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ কযথাযথ গুরুত্ব দক্ষতা সহকারে মোকদ্দমাসমূহ পরিচালনা করেন এবং আদালতে বিচার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেন। শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত, ভয়ংকর অপরাধ সংক্রান্ত (আন্তর্জাতিক অপরাধসহ) মামলার তদন্ত, অপরাধী বিনিময় চুক্তি, তথ্য আদান-প্রদান, সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে যোগদানসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করে থাকেন।

আইন কর্মকর্তাগণ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষনিক মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা বা প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে।